কোটচাঁদপুরে আইনজীবী সহকারীর সংবাদ সন্মেলন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে মিথ্যা মামলা ও অপবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সন্মেলন করেছেন আইনজীবী সহকারী নুর আমিন। আজ শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ১২টার দিকে হাসপাতাল সড়কের প্রেসক্লাব কোটচাঁদপুরের সভাকক্ষে তিনি এ সংবাদ সন্মেলনটি করেন ।

এ সময় উপজেলার ফুলবাড়ী গ্রামের সংবাদ সন্মেলনকারী নূর আমিনের সাথে ছিলেন তার চাচা মহাসিন আলী, চাচাতো ভাই মিজানুর রহমান, বড় ভাই রুহুল আমিন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত ও প্রশ্নের জবাবে নুর আমিন বলেন, আমি আইনজীবী সহকারী হিসেবে ঝিনাইদহে বিজ্ঞ আদালতে কর্মরত আছি। আমি একজন জামাতে ইসলামী মতাদর্শী মানুষ। যে কারণে ২০১৩ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত আমি একাধিক গায়েবী রাজনৈতিক মামলায় জর্জরিত। দীর্ঘ ১০ টি বছর আমাকে বিভিন্ন সময়ে পালিয়ে থাকতে হয়েছে। তারপরও একাধিকবার ডিবি, র্যাব, ঝিনাইদহ সদর থানা ও কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যেয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এ কাজের সহযোগিতা করেছেন সাবেক বলুহর ইউপি চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মতিন তার ভাই আব্দুর রাজ্জাক ও প্রতিবেশী ওমর আলী। এদিকে ৫ আগষ্ট বিগত আওয়ামী লীগ সরকার পতনের দিনে ফুলবাড়ী গ্রামের মতিন চেয়ারম্যানের ভাই আব্দুর রাজ্জাকের বাড়ি প্রতিবেশী ওমর আলীর বাড়ি কে বা কারা ভাঙচুর চালায়। এ ঘটনা নিয়ে আমাকে মতিন চেয়ারম্যান ও তার লোকজনেরা দোষারোপ করে আসছিল। গত ৫ই সেপ্টেম্বর গ্রামের পার্শ্ববর্তী সমাজকল্যাণ পাড়ায় আমার মামা বাড়িতে রাত যাপন করি । ভোর পাঁচটার দিকে ফজরের নামাজের জন্য যখন আমি ফুলবাড়ী মসজিদের দিকে রওনা হই। পথের মধ্যে ইমরান, রনি,শাহাদত ও মতিন চেয়ারম্যানের লোকজন প্রতিরোধ করে। সেই সাথে বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ তুলে আমাকে বেধড়ক মারপিট করে । এতে আমি রক্তাক্ত জখম হই। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে আসা কুল্যাগাছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মিকাইল হোসেন আমাকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে পুলিশ ডেকে তাদের হাতে তুলে দেন। পরে পুলিশের কাছে অপবাদের বিষয়টি মিথ্যা প্রমাণিত হলে তারা আমাকে থানা থেকে ছেড়ে দেন । এ সকল মিথ্যা অপবাদ ও হয়রানী মূলক রাজনৈতিক মামলার কারণে আমি মানসিক ও সামাজিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি বা হচ্ছি। সেই সাথে

নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। যে কারণে আপনাদের (সাংবাদিকদের) মাধ্যমে প্রশাসনসহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে এ সকল মিথ্যা অপবাদ ও মামলা থেকে পরিত্রাণের জন্য সহযোগিতা কামনা করছি।

বিষয়টি নিয়ে সাবেক বলুহর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল মতিন এর সাথে কথা বললে তিনি জানান, ভাঙচুরের ঘটনায় কেউ নূর আমিনের গায়ে হাত তোলেনি। আমি পরে জানতে পেরেছি অন্য একটি ঝামেলার কারণে ওই এলাকার লোকজন তাকে কয়েকটি চড় থাপ্পড় মেরে পুলিশে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে নুর আমিন সংবাদ সম্মেলনে যে অভিযোগ এনেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কোটচাঁদপুরে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করায় ভুক্তভোগীদের সংবাদ সন্মেলন

বিভিন্ন আঞ্চলিক পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গত মঙ্গলবার মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ,ড্রাগন গাছ কাটা ও ফল চুরির অপবাদের প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন ভুক্তভোগির পিতা আমিরুল ইসলাম ।

বৃহস্পতিবার সকালে কোটচাঁদপুর রিপোটার্স ইউনিটিতে এ সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভুক্তভোগী ইমরান হোসেন(১৫) রাজন হোসেন(১৭) সাব্বির হোসেন(১৫)আব্দুর রহিম (১৬)।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ইমরানের পিতা আমিরুল ইসলাম। তিনি বলেন,গেত ১/৯/২২ তারিখে আমার ছেলে ইমরান হোসেন মহেশপুর উপজেলার আজমপুর ইউনিয়নের আলমপুর গ্রামে বেড়াতে যান। ওইদিন সন্ধ্যা রাতে আমার ছেলে ইমরান হোসেন,বন্ধু রাজন হোসেন,সাব্বির হোসেন, আব্দুর রহিম পাশের বিজিবি সদস্য কামাল হোসেনের ড্রাগন বাগানে যায়।

বাগান থেকে তারা দুইটি ড্রাগন ফল তোলেন। এ ঘটনা বাগান মালিক

বিজিবি সদস্য দেখে ফেলে, তাদেরকে ধাওয়া করেন। ধাওয়া খেয়ে ইমরানের বন্ধুরা সবাই পালিয়ে যায়। ধরা পড়েন ইমরান হোসেন। এরপর কামাল হোসেন তাকে নিয়ে গিয়ে ড্রাগন বাগানের ঘরের খুটির সঙ্গে বেধে রেখে,সারারাত নির্তাযন করেন।

ধারালো অস্ত্র কাচি দিয়ে কোপমেরে কেটে দেন ইমরানের পিটের মাংশ। এতে করে সারারাত তাঁর রক্তক্ষরন হয়।

আমিরুল বলেন,বাগান মালিক কামাল হোসেনের নির্যাতন ও রক্তক্ষরনে সে ভোরের দিকে অচেতন হয়ে পড়েন। এ সময় কামাল অবস্থার বে-গতিক দেখে পল্লী চিকিৎসক ডেকে এনে ইমরানকে প্রাথমিক চিকিৎসা করান।

পরে ওই পল্লী চিকিৎসকের মাধ্যমে আমার ভাগ্নে খবর পান। সে ঘটনাস্থলে গিয়ে মুচলিকা দিয়ে আমার ছেলেকে, তাঁর হাত থেকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করান।

খবর পেয়ে আমি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যায়। চিকিৎসার খোজ খবর নিয়ে, ঝিনাইদহ আদালতে একটা মামলা দায়ের করি। কোর্ট মামলা তদন্ত করার জন্য পাঠানো হয় মহেশপুর থানায়। থানার অফিসার ইনর্চাজ মামলা তদন্ত করার দায়িত্ব দেন উপপরিদর্শক (এসআই) রেজাউল ইসলামের উপর।

তিনি বলেন, কয়েক দিন আগে কামাল হোসেনের বাগান থেকে ড্রাগন চুরি ও গাছ কাটার ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় তিনি মহেশপুর থানায় জিডি ও করেছেন। জিডিতে তিনি কে বা কাহারা উল্লেখ করলেও সাংবাদিকদের কাছে আমার ছেলে সহ তাঁর বন্ধুদের নামে সাংবাদিকদের কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করিয়েছেন।

তাতে ফল চুরি ও ড্রাগন গাছ কাটার অভিযোগ করা হয়েছে আমার ছেলে সহ বন্ধুদের বিরুদ্ধে। তিনি পত্রিকায় এ ধরনের সংবাদ প্রকাশ করিয়ে, তাঁর বিরুদ্ধে করা মামলাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছেন। আমি প্রকাশিত সংবাদের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করছি। তারা যেন বিষয়টি সুষ্টু তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহন করেন এবাং প্রকৃত দোষীদের চিহিৃত করে আইনের আওতায় আনেন।

এ ব্যাপারে বিজিবি সদস্য কামাল হোসেন বলেন,আমার মাঠে ৫/৬ বিঘা ড্রাগনের চাষ আছে। প্রতিনিয়ত বাগান থেকে ফল চুরি হয়ে যায়। ওইদিন আমি বাড়িতে ছিলাম। রাতে ড্রাগন বাগান পাহারায় যায়। রাত তখন ২ টা

বাজে। ৫/৭ আমার বাগানের পাশে এসে গালি দিতে থাকে। এ সময় আমি ভয়ে পাহারা দেয়া ঘর ছেড়ে দুরে চলে যায়। আমি ভাবছিলাম যদি চোর হয়,তাহলে বাগানে ঢুকবে।

আর যদি আমাকে মারতে আসে, তাহলে আমার পিছনে ধাওয়া করবে। দুর থেকে দেখি তারা বাগানে ঢুকে ফল তুলছে। এ সময় আমি তাদের ধাওয়া দিই।ধাওয়া খেয়ে সবাই পালিয়ে যায়। ধরে ফেলি ইমরান নামের ওই ছেলেটি। ধরার সময় তাঁর পিঠে কিসে কেটে গেছে আমি জানিনা।পরে জানতে পারি কেটে গেছে। তিনি কাচি দিয়ে কোপ মারা কথা ও অস্বীকার করেন। সম্প্রতি ওই বাগান থেকে আবারও ফল চুরির ঘটনা ঘটেছে। কেটে দিয়েছেন ড্রাগন গাছ।

আমি ওই সময় চাকুরিতে থাকায় আমার মা মহেশপুর থানায় জিডি করেন। তবে আমার ধারনা তারা ছাড়া এমন ক্ষতি আমার কেউ করবে না।